সোস্যাল কমপস্নাইন্স সার্টিফিকেশনে নতুন যুগের সূচনা

কর্মঘন্টায় স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার লৰে র‍্যাপের নতুন পদৰেপ

প্রায় দুই দশক ধরে পোশাক শিল্পে সোস্যাল কমপ্লাইন্স গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসলেও এর মূলনীতিসমূহ আইএলও এবং স্থানীয় আইনের উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত । বিশেষ করে কিছু কিছু ক্ষেত্রে, কমপ্লাইন্স উল্লেখযোগ্যভাবে ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়েছে। সারা বিশ্বে কারখানাগুলো এখন কমপ্লাইন্সের প্রয়োজনীয়তা এবং শ্রমিকদের নিরাপত্তা নিয়ে অনেক বেশি সচেতন। শিশুশ্রমের মতো বিষয়ে অনেক অগ্রগতি হয়েছে, যদিও এখনও অনেক পরিবর্তন বাকি রয়েছে। তবে সাধারনভাবে বলা যায় যে, বর্তমানে শ্রমিকরা অতীতের তুলনায় কারখানায় নিরাপদ পরিবেশ পাচ্ছে। বিগত দুই দশক ধরে চলে আসা সোস্যাল কমপ্লাইন্স অডিট মডেলের জন্য এই সফলতা অর্জন করা সম্ভব হয়েছে।

যদিও, এই মডেলটি প্রাথমিকভাবে অগ্রগতি করতে সক্ষম হয়েছে,কিন্তু প্রকৃত বাস্তবতা থেকে দূরে সরে যাওয়ার কারনে এটি একটি নির্দিষ্ট গন্ডির মধ্যেই রয়ে গেছে। যেহেতু ফ্যাক্টরীর সার্টিফিকেশন নির্দিষ্ট কিছু তথ্যের উপর নির্ভরশীল (বেশিরভাগই স্থানীয় আইন দ্বারা নির্ধারিত), একারণে ফ্যাক্টরীসমূহ অডিট পাশ করার জন্য ব্র্যান্ড, অডিটর এবং অন্যান্যদের জাল তথ্য প্রদান করে একটি লুকোচুরি খেলায় পরিনত করেছে। তারা ভয় পায় যে, সঠিক তথ্য প্রদান করলে তারা অডিট পাশ করতে পারবে না।আমরা দেখেছি যে, কর্মঘন্টার ক্ষেত্রে এই সমস্যাটি আরও গুরুতরভাবে দেখা দেয়। বর্তমানে, সোস্যাল কমপ্লাইন্স প্রোগ্রামগুলোতে একজন শ্রমিক প্রতি সপ্তাহে সর্বোচ্চ কয় ঘন্টা কাজ করতে পারে তা স্থানীয় আইন দ্বারা নির্ধারিত হয়ে থাকে।অনেক ফ্যাক্টরীই তাদের কর্মঘন্টার সঠিক তথ্য সেই সংখ্যাতে পরিবর্তন করছে যা অডিট পাশের জন্য প্রয়োজন এবং বর্তমানে তা অডিটের অংশ হয়ে দাড়িয়েছে।একাধিক কর্মঘন্টার রেকর্ড রাখা ইন্ডাষ্ট্রিতে এখন সাধারন বিষয় এবং যেহেতু মজুরি কর্মঘন্টার উপর নির্ভর করে, সুতরাং শ্রমিকরা সঠিকভাবে তাদের মজুরি পাচ্ছে কিনা সেই বিষয়েও সন্দেহ থেকে যাচ্ছে।

আমরা বড় যে ভূলটা করি, তা হল রোগের চেয়ে বেশী উপসর্গ কে প্রাধান্য দিয়ে থাকি, কারখানার কর্মঘন্টা উন্নত করার চেয়ে, অডিট পাশ করা টা আমাদের জন্য বড় হয়ে দাড়ায়। যে কোন সমস্যার সমাধান ততৰন সম্ভব নয়, যতৰন পর্যন্ৰ সঠিক ও বাস্ৰব ভাবে সমস্যা নির্ণয় করা না হবে, এবং সততা ও সঠিক ভাবে অডিট পরিচালিত না হবে।

এরই ধারাবাহিকতায়, র‍্যাপ তার কমপস্নাইন্স সার্টিফিকেশন এ কিছুটা পরিবর্তন এনেছে, যেখানে স্বচ্ছতাই মূল বিষয়। ২০১৬ এর ১ জানুয়ারী থেকে র‍্যাপ সেসব কারখানাগুলোকেও সার্টিফিকেট প্রদান করবে, যারা আইন দ্বারা নির্ধারিত কর্মঘন্টার বাইরে অতিরিক্ত কাজ করাবে, তবে নিম্নোক্ত শর্ত সমূহ অবশ্যই পূরন্ণ করতে হবে:

১. কর্মঘন্টার ৰেত্রে সম্পূর্ণ ভাবে স্বচ্ছতা দেখাতে হবে;
২. সুনিশ্চিত করতে হবে যে অতিরিক্ত কর্মঘন্টা সমূহ স্বাস্থ্যকর ও নিরাপদ পরিবেশে, এবং কর্মীদের স্বদিচ্ছায় পরিচালিত হয়েছে;

৩. র‍্যাপের পাঁচ নং নীতিমালা ‘ ৰতিপূরন্নণ ও সুবিধাসমূহ’ অনুযায়ী সমস্ৰ কমীদের সঠিকভাবে মজুরী প্রদান করা হয়েছে;
৪. এবং ধীরে ধীরে আইন অনুযায়ী কর্মঘন্টা নিশ্চিত করার পরিকল্পনা থাকতে হবে।

আমাদের চুরান্ৰ লক্ষ্য হচ্ছে, সার্টিফিকেশন মেয়াদের মধ্যে কারখানার কর্মকর্তারা কর্মঘন্টা নিয়ন্ত্রনের জন্য একটি পরিকল্পনা তৈরি করবে এবং সে অনুযায়ী কাজ করবে। আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে, কর্মঘন্টার জাল দলিল বানানোর পরিবর্তে, অতিরিক্ত কর্মঘন্টার মূল কারন খুঁজে বের করা এবং সমাধানের পথ তৈরি করা। অতিরিক্ত কর্মঘন্টা ৰেত্রবিশেষে বিভিন্ন কারখানার জন্য বিভিন্ন হয়ে থাকে, এজন্য র‍্যাপ প্রতিটি কারখানাকেই বিশেষভাবে বিবেচনা করবে এবং সে অনুযায়ী কাজ করবে।

নতুন যুগের স্যোসাল কমপস্নাইন্সের ৰেত্রে, র‍্যাপ তার সার্টিফিকেশন প্রোগ্রামের মাধ্যমে কারখানা, মনিটরিং পার্টনার, ব্র্যান্ড এবং রিটেলার যারা র‍্যাপকে ব্যবহার করছে, এবং অন্যান্য স্টেকহোল্ডার বা সংশিস্নষ্টদের সাথে একযোগে কাজ করতে আগ্রহী, যার ভিত্তি হবে স্বচ্ছতা, বাস্ৰবতা এবং দীর্ঘস্থায়ী উন্নয়ন।